ছোট্ট একটি প্যাঁচাল

দিগন্ত বড়ুয়া

...এক সংখ্যালঘু অধ্যাপকের ছাত্রকে বলেছিল সাদ্দামকে ধরেছে তো কি হয়েছে। সে তার দেশের অনেক নীরিহ নিরাপরাধ মানুষ খুন করেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। সকাল বেলা প্রাইভেট পড়ানোর সময় এই কথা বলেছিলেন। বিকেল বেলা, সেই ছাত্র তার কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসে সেই সংখ্যালঘু অধ্যাপককে বেধড়ক পিটিয়ে পিটিয়ে বলে শালা কাফেরের বাচ্ছা, সাদ্দাম আমার অহংকার, সাদ্দাম আমাদের ভাই। এবার বুঝুন।...

...যেহেতু মৌলবাদীরা ভাই ভাই॥ মৌলবাদীরা কেউ কি বলবে, সাদ্দামের দেশে কেন ২৭০টি গণ কবর বের হলো? সেই নীরিহ মানুষ গুলোর দোষ কি আমি জানতে চাই। নীরিহ সাধারণ মানুষ হত্যা করা কোন পদের সংস্কৃতি তাও জানতে চাই।...

বছরের কথাঃ

আর মাত্র কয়টা দিন। দেখতে দেখতে এই বছরটাও শেষ হয়ে গেল। জীবন থেকে আরো একটি বছর গেল। ক্রমে ক্রমে একটু একটু বয়স বাড়ছে। অনেক কিছুই দেখছি, দেখেছি। এই করে অন্তত আর যাই হোক জীবনের ঝুলিটা ভরছে। হয়তো ভালো কিছুতে নয়তো জঞ্জাল, আজা গোজা দিয়ে ভরছে থলিটা।

ধন্যবাদ ভিন্নমতঃ

ইন্টারনেটে অনেক কাগজ জন্ম নেয় প্রতি বছর। কিছু দিন পরে আবার হারিয়ে যায়। কেউ কেউ নিবু নিবু বেঁচে আছে, থাকার নিয়মে। আবার কেউ কেউ বেঁচে থেকেও মরার মতো পরে আছে। সে দিক থেকে ভিন্নমত সামান্য কয়দিনে যে সফলতা অর্জন করেছে তার বর্ণনা দেয়া বেশ কঠিন। নামের সার্থকতা বহন করে চলেছে প্রতি পায়ে পায়ে। অসীম ধর্য্যশীল ভিন্নমত কতৃপক্ষকে অনেক শুভেচ্ছা। মত ও বিপরীত মতের সমন্বয়ে যে সার্থক দৃস্টান্ত সৃষ্টি করে চলেছে তার জন্য মুক্ত পাঠক শ্রেনী কম করে কৃতজ্ঞ ও ধন্য তা বললে বোধ হয় বেশী বলা হবে না।

সাপের পলায়নঃ

আমার ছোট বেলার কথা। প্রতিবেশী ধইন্যা (ধনা) কথায় কথায় শুদ্ধ বাংলায় কয়েকটা শব্দ বলে দিত। সে ও আমার মত বয়সী শিশু ছিল। একদিন আমার পাশের বাড়ীতে কি ভাবে জানি সাপ ঢুকেছিল। সবাই নানা কৌশলের কথা বলছে। এমন সময় কার জানি পরামর্শে শুকনা মরিচ পোড়াতে দিল। মরিচের ধোয়ায় নাকি সাপ পালায়। মাঠির পাত্রে

মরিচ পোড়াতে দিয়ে তা লম্বা লাঠি দিয়ে ঠেলে ঘরের কিছুটা ভেতরে দিল। হঠাৎ সাপটি নাকি বেশ দৌড়ে বের হয়ে আড়ালে চলে গেল।তখন ধইন্যার খুশী দেখে কে। কারণ অন্য সবার সাথে সেও নাকি দেখেছিল সাপটা পালিয়ে যেতে। তার জেটুকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিল, চট্টগ্রামের ভাষায় " অ জেডু জেডুরে হাফ হিবা মরিচ পোড়ার কটকইট্টায় ভয়ে ভিসন বেগে পালাইয়ে" চট্টগ্রামের ভাষা অনুষারে ভয়ে ভিসন বেগে পালাইয়ে শব্দ গুলো কিছুটা শুদ্ধ বাংলায় পরে। তো জাক, তার কথার শুদ্ধ বাংলায় " জেটু সাপটা মরিচ পোড়ানোর গন্ধে ভয়ে বিষম বেগে পালিয়েছে"। ভিন্নমত সম্পাদকের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার কটকইট্টার (গন্ধে) আরবপ্রেমীরা পালাচ্ছে দেখলাম। আমার মনে হয় ভিন্নমত ভিন্ন ভিন্ন মতের মুক্ত মনের মানুষদের জন্য। এখান থেকে সাপ ব্যঙ্গ পোক জোক তো পালাবেই। আপনারা কি বলেন?

তিন ধারা তিন মতঃ

বদরুদ্দোজা। যার নামের আগে "বদ" শব্দটি জ্বলছে। অন্যদিকে মুক্ত নীতির প্রতিক ডঃ কামালকে মনে করতাম এক আদর্শবান মানুষ। অবশেষে আমার সেই ভুলও ভাঙ্গল। চেয়ারের নেশায় পাগল রাজনীতিবিদের যে কোন নীতি গতি নাই এই কথা কত বেশী বাস্তব তার প্রমান পেলাম আজকের প্রথম আলো দেখে। এই কামাল, কাদের সিদ্দীকি মিলে এখন এই বদকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে। তিন ধারা তিন মতের দল। টেক্কা দেবে আওয়ামীলিগের ও বি এন পির সাথে। ছোট ছোট চোরেরা বড় বড় চোরের সাথে পাল্লা দেবে এবার। একটি কথা মনে করিয়ে দিই। গত নির্বাচনে ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল যে কোন প্রার্থী পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী খরচ করতে পারবে না। কিন্ত এই বদ ও ডঃদের খরচের পরিমান কত ছিল কেউ কি জানি? তারা নাকি গোটা কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। যে কথাটি বলার জন্য এই লেখা, গত নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারনায় "বদ" বি টি ভিতে নির্বাচনী প্রচারনার বিজ্ঞাপনে বলেছিল এক হাতে কোরান অন্য হাতে গীতা নিয়ে যে, দেশের মানুষ তোমরা কি কোরান নেবে নাকি গীতা নেবে? যদি গীতা নাও তো আওয়ামীলিগকে ভোট দাও আর কোরান নিলে বি এন পিকে ভোট দাও। ধর্মের আফিম খাওয়া দেশের মানুষ ভুলে গেলেও সচেতন মানুষেরা এখনো ভুলেনি বলে আমার বিশ্বাস। এই সেই মৌলবাদী "বদ" । মৌলবাদীতার দালাল। সে কি এমন ভালো কিছু দিতে পারবে দেশের মানুষকে মৌলবাদীতার বীজ বোনা ছাড়া? বোধহয় কথাটা বেশী খারাপ বলিনি।

সাশন করা তারই সাজে আদর করে যেঃ

আমার ধারণা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ মানুষই আমেরিকার ভিসা পাওয়াটা ভালোবাসে। আমেরিকায় যেতে পছন্দ করে। কিন্ত আমেরিকাকে ঘৃনা করে। এই সামাজিক পাগলদের কোন বিশেষনে ফেলবো জানি না। বাংলাদেশের মৌলবাদী উন্মাদ

পাগলের দল যে গুলো পশ্চিমা দেশে ও বাংলাদেশে বাস করছে তাদের কথা, লেখা দেখলে বোঝাযায়, লাদেন, সাদ্দাম নাকি আমেরিকারই সৃস্টি। কি এক গাঁজাখোরি কথা। সাদ্দাম লাদেন এতই ভালো লোক হলে আমেরিকার দালালী করতে গিয়েছিল কেন? মনে নেই চোরের দশ দিন গেরস্থের একদিন? আর তাদেরই এই পাগল উন্মাদ ভাইয়েরা দালালী করার সময় কি বাঁধা দিতে পারেনাই? যেহেতু মৌলবাদীরা ভাই ভাই॥ মৌলবাদীরা কেউ কি বলবে, সাদ্দামের দেশে কেন ২৭০টি গণ কবর বের হলো? সেই নীরিহ মানুষ গুলোর দোষ কি আমি জানতে চাই। নীরিহ সাধারণ মানুষ হত্যা করা কোন পদের সংস্কৃতি তাও জানতে চাই। আজকের ইরাকে সাময়ীক অসুবিধা হলেও নীরিহ মানুষের প্রাণ বাচিয়েছে সাদ্দামের গুলি থেকে আমেরিকা। লাগামহীন পাগলা মৌলবাদীদের পিটিয়ে কিলিয়ে আবার মানুষের লাইনে আনা এখন আমেরিকার কর্তব্য। তাই তারা কর্তব্য কর্ম করে যাচ্ছে বলে মনে করি। আমি কারো যুক্তি কু যুক্তি থাকলেও আবার নতুন করে জানতে চাই।

উপসংহারঃ

মানুষের জন্য মানুষ। কোন গোত্র শ্রেনী ভুক্ত হয়ে অন্যের উপর হামলাকারীরা মানুষ নয়। বন্য জন্ত বা বন মানুষ মাত্র। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ভালো নাই। মুক্ত মনের মানুষেরা এগিয়ে আসুন। তাদের পাশে দাড়ানোর জন্য হাত বারিয়ে দিন। এক সংখ্যালঘু অধ্যাপকের ছাত্রকে বলেছিল সাদ্দামকে ধরেছে তো কি হয়েছে। সে তার দেশের অনেক নীরিহ নিরাপরাধ মানুষ খুন করেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। সকাল বেলা প্রাইভেট পড়ানোর সময় এই কথা বলেছিলেন। বিকেল বেলা, সেই ছাত্র তার কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসে সেই সংখ্যালঘু অধ্যাপককে বেধড়ক পিটিয়ে পিটিয়ে বলে শালা কাফেরের বাচ্ছা, সাদ্দাম আমার অহংকার, সাদ্দাম আমাদের ভাই। এবার বুঝুন। উপরোল্লিখিত "বদেরা" যদি ৩ ধারা ৭ ধারা এমনকি ১০ ধারাও করে, দেশে মৌলবাদীতা কত প্রখরতায় রুপ নিয়েছে দেখুন। শেষ কথা বলবো, সচেতন মানুষেরা এগিয়ে আসুন। আমরা সংখ্যালঘুরাও হুবহু আপনাদের মত মানুষ। আমাদের রক্ষা করুন॥

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।
২৫/১২/২০০৩